তারিখ ... 23 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...১৬...

সংবাদ

'রাজনীতি' উপন্যাসের প্রকাশনা অনুষ্ঠিত

# বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র রাজনীতির প্রতিচ্ছবি

সাংস্কৃতিক বার্তা পরিবেশক

দেশের তরুণ কবি ও কথাকার মাজহার সরকার। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অর্থনীতি' বিভাগে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে একটি প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেতৃস্থানীয় পদে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছেন ছাত্ররাজনীতির অন্দরমহল। এবার এই দেশের বিগত ৪০ বছরের বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্ররাজনীতির নানান দিক নিয়ে লিখেছেন একটি রাজনৈতিক উপন্যাস গ্রন্থ 'রাজনীতি'। এই গ্রন্থটি গতকাল আনুষ্ঠানিক প্রকাশিত হলো।

এ উপলক্ষে গতকাল বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরসি মজুমদার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় এক বর্ণাঢ্য প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে কবি মাজহার সরকারের প্রথম উপন্যাস 'রাজনীতি'র আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন হয়। বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন-অধ্যাপক আবুল বারকাত, কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন, অধ্যাপক এমএম আকাশ, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক অজয় দাশগুপ্ত।

এর আগে, দেশের বিগত ৪০ বছরের বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্ররাজনীতির নানান দিক নিয়ে রচিত 'রাজনীতি' উপন্যাসের এই প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরু হয় বইটি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। শ্রাবণের বৃষ্টিস্নাত বিকেলে অধ্যাপক আবুল বারকাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন. বইটির প্রকাশনা সংস্থা 'প্লাটফর্ম'-এর উপদেষ্টা মহসীন হাবীব। এরপরই বইটি নিয়ে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেন লেখক মাজহার সরকার। এরপর **বিশ্ববিদ্যালয়** : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

## বিশ্ববিদ্যালয় : ছাত্র

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় ও তার ছাত্ররাজনীতির মনস্তাত্ত্বিক দলিল 'রাজনীতি' বইটি নিয়ে ক্রমানুসারে আলোচনায় অংশ নেন-বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক অজয় দাশগুপ্ত, অধ্যাপক এমএম আকাশ, প্রখ্যাত কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন। এবং সবশেষে আলোচনায় সভাপতির বক্তব্য ও বইটি নিয়ে আলোচনা করেনঅধ্যাপক আবুল বারকাত।

এ আয়োজনে মৌলবাদের অর্থনীতির প্রবক্তা ড. আবুল বারকাত বলেন, 'চলমান রাজনীতি অসুস্থ। সে কারণে গহীনে অন্ধকার, গভীর উদ্বেগ ও চরম অনিশ্চিয়তার মধ্যে বাংলাদেশ।'

আবুল বারকাত আরও বলেন, 'কর্তৃত্বপরায়ন রাজনীতি, কতিপয় তান্ত্রিক রাজনীতি এমনিভাবে রাজনীতির যত নেতিবাচক দিক আছে এদেশে তার সবই বিদ্যমান। সেই সঙ্গে বিদ্যমান আছে অর্থনীতির অসম স্ট্রাকচারে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। ক্রমবর্ধমান এই বৈষম্য চলতে থাকলে দেশের পরিণতি কী হবে তা কী আর বুঝবার বাকী আছে কারো?'

মাজহার সরকার ও তার লেখা উপন্যাস রাজনীতি নিয়ে বরেণ্য কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন বলেন, 'উপন্যাসটির শুরুতে মাজহার চমক দিয়েছেন। বলা যায় উপন্যাসে এটা নতুনরকম শুরু। তার লেখার সক্ষমতা সম্পর্কে আমি অন্যভাবে জানতাম। আমি তার লেখা কাব্যগ্রন্থ 'গণপ্রজাতন্ত্রী নিঃসঙ্গতা' পড়ে মুগ্ধ হয়েছে। তখন অবাক হয়েছিলাম যে এভাবেও ভাবনার প্রকাশ করা যা!'

উপন্যাসটির সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'এই উপন্যাসের ভাল অনেক দিক আছে। অনেকেও বলেছেনও। আমি বলবো এই উপন্যাসে জীবনঘনিষ্ট কাহিনী বা জীবনের যাতনা, আনন্দ এসবের বর্ণনা থাকলে উপন্যাসটি আরো সুন্দর হতে পারতো।'

সাংবাদিক ও লেখক অজয় দাশগুপ্ত বলেন, 'রাজনীতির একটা সুসময় ছিলো। আমরা সেসময় রাজনীতি করেছি। পঁচাত্তর পূর্ববর্তী সময়ে রাজনীতিতে আদর্শ ছিলো। মাজহার সে প্রজন্মের নয়, সে যে উপন্যাসটি লিখেছে তার সমকালের রাজনীতির কথা তুলে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দবোধ থেকে তুলে ধরেছেন।'

অধ্যাপক এমএম আকাশ বলেন, 'মাজহারকে আমি কবি হিসেবে জানি। আমি বলবো সে মূলত কবি। এবং উপন্যাসেও তার কাব্যিক উপস্থাপনে সে ছাপ রেখেছেন।'

অনুভূতি প্রকাশে মাজহার বলেন, 'লেখক হিসেবে আমার যা বলার তা বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছি। নতুন করে কিছু বলার নেই। যেহেতু আমাকে বলতে বলা হয়েছে সে কারণে আমি বলবো আমার সমকালের রাজনীতির দহনকে আমি স্থান দিয়েছি।

এ সময় তিনি তার লেখা 'প্রজাতন্ত্রের গান' কবিতাটি পাঠ করেন।

প্রসঙ্গত, বইটি প্রকাশ করেছে প্রকাশনা সংস্থা 'প্লাটফর্ম'। প্রচ্ছদ করেছেন-শিল্পী চারু পিন্টু। আর বইটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০০ টাকা।